বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য মনোনীত হলেন এম এ এস ইমন

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, সাপ্তাহিক ঢাকা থেকে প্রকাশক ও সম্পাদক এবং রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান এম এ এস ইমন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের (বিএসপি) কার্যনির্বাহী সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) ঢাকা ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এই সদস্য পদে মনোনীত হন।

এম এ এস ইমন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের (বিএসপি) কার্যনির্বাহী সদস্য মনোনীত হওয়ায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কাননসহ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ও কলাকৌশলীবৃন্দ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস, সব করেন গ্রাস

মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ভুয়া বিল ভাউচারসহ অফিসের অধিক মূল্যে কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

সরকারি নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অফিসের অন্যান্য স্টাফদের ভয়ভীতি দেখিয়ে দিনের পর দিন অনিয়ম আর দুর্নীতি করে যাচ্ছেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা।

প্রভাস চন্দ্র বালা দিনের পর দিন শুধূ অনিয়ম ও দুনীতিই নয়, নিজেকে জেলা কর্মকর্তা পরিচয়ের চেয়ে দলীয় পরিচয় দিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করে থাকেন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রভাস চন্দ্র বালা মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। জেলা কর্মকর্তার দায়িত্ব নেবার পর থেকেই সমবায় সমিতি অনুমোদনে উৎকোচ গ্রহণ, কম্পিউটার না কিনেই ভূঁয়া বিল ভাউচার করে অর্থ আত্মসাৎ, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার মেরামত না করে ভূঁয়া বিল ভাউচার, প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা না দিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা আত্নসাতের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

অফিস সূত্র জানিয়েছে, ২০২১-২০২২ অর্র্থ বছরে কম্পিউটারের টোনার ক্রয় বাবদ ২৫ হাজার টাকা, কম্পিউটার মেরামত বাবদ ৪০ হাজার টাকা, আবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৬০ হাজার, আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ৩৫ হাজার টাকা, কম্পিউটার ক্রয় বাবাদ ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা, মনোহরি বাবদ ১ লাখ ৬০ হাজার, ইন্টারনেট বিল বাবদ ৩৫ হাজার টাকা, উদ্ভাবনী বাবদ ৪২ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ বাবদ ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা, অন্যান্য মেরামত বাবদ ১৫ হাজার টাকাসহ মোট ৯ লাখ ৭২ হাজার টাকার বিল ভাউচার দাখিল করেছেন।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে সে ইন্টারনেট বিল বাবদ ১৫ হাজার টাকা, কম্পিউটারের টোনার বাবদ ২০ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ বাবদ ৪৫ হাজার টাকা, অন্যান্য মনোহরি বাবদ ১৫ হাজার টাকা, আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ১৫ হাজার টাকা, কম্পিউটার মেরামত বাবাদ ১৫ হাজার টাকা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১৫ হাজার টাকা, অফিস সরঞ্জাম বাবদ ৫০ হাজার টাকা ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২৫ হাজার টাকা বীল ভাউচার করে মোট ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

একটি সূত্র মতে জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে ৩ টি মডেম না কিনেও বীল ভাউছার করা েহেছ। কর্মকর্তা কর্মচারীদের টেবিলের গ্লাস ৩ বার কেনার ভূঁয়া বীল ভাউচার, নিম্নমানের একটা কোর আই থ্রী ডেক্সটপ, ১ টা ল্যাপটপ কিনে দাম দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। অথচ, সেখানে কেনা হয়েছে মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা মুল্যের দুটি নিম্ন মানের কম্পিউটার। উদ্ভাবনী বিষয়ে কোনো কিছু না করেই পকেটস্থ করা হয়েছে ৪২ হাজার টাকা।

ক্ষুদ্র সমবায়ীদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলেও দুই দিনের যায়গায় মাত্র একদিনের খাবার দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতি ৫ শ টাকা করে খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে দেওয়া হয়েছে ২০০ টাকা মূল্যের নিম্নমানের খাবার। অন্যান্য মনোহরি খাতের পুরো অর্থই আত্মসাৎ করেছে বলে জানিয়েছেন অফিসের একটি সূত্র। ওই সূত্রটি

জানান, ৬০ হাজার টাকা মূল্যের নিম্নমানের আসবাবপত্র ক্রয় দেখিয়ে আবার সেই আসবাবপত্র একই বছরে মেরামত বাবদ খরচ দেখানো হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। অফিসের সামনে একটি বাগান রয়েছে বাঁশের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ওই ফুলবাগানে কয়েকটি কুকুরশোঁকা ও পাতাবাহার ফুল গাছ আছে। সেই বাগানের পরিচর্যা বাবদ মোটা অংকের ব্যায় দেখানো হয়েছে।

জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালার কাছে অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি প্রশ্নের জবাবে বলেন, কি কি বিষয়ে জানতে চান আমার কাছে দিয়ে যান আমি দেখে তারপর জবাবগুলো দেবো।

বদলী এবং শাস্তির ভয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে অফিসের একাধিক স্টাফ জানান, স্যার এখানে যোগদানের পর থেকে অফিসটাকে দুর্নীতী ও অনিয়মের আখড়া বানিয়ে ফেলেছেন। তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে তিনি খোঁজ নেন এই কর্মকর্তা বা কর্মচারী আগে কোন রাজনীতি করতেন এবং এখন কোন রাজনীতি করেন। তার কথার বাইরে কোনো কিছু বলতে গেলেই তাকে জামায়াত বিএনপি বানিয়ে মানুষিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এছাড়া নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয়।

সূত্র মতে জানা গেছে, অফিসের আসবাবপত্র একবার ক্রয় করে সেই আসবাবপত্র তিনবার ক্রয় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে ভাতা দেওয়া হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষনার্থীদের খাবার দেওয়া হয়েছে অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে তিনি বলেছেন এই অভিযোগ সঠিক নয়। আমি অফিসে রান্না করে তাদের খাইয়েছি। প্রশিক্ষণার্থীদের খাবারের জন্য ৫০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও সেখানে দেড় থেকে ২০০ টাকার খাবার দেওয়া হয়েছে। খাবারের বাকী টাকা প্রভাস চন্দ্র বালা পকেটস্থ করেছেন।

প্রভাস চন্দ্র বালা শুধু দুর্নীতিতেই পটু নয়, তার বিরুদ্ধে রয়েছে অনিয়মের পাহাড়। সমবায়ীদের ২৫ জন সদস্যের ৫ দিনের আইজিএ এর আওতায় ৩ টি প্রশিক্ষণ হলেও বাদ দেওয়া হয়েছে গাংনী উপজেলাকে। প্রশিক্ষণগুলোতে কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়কারী ও বক্তা এই তিন ব্যক্তি আলাদা আলাদা হওয়ার কথা থাকলেও জেলা সমবায় আফিসার নিজেই অনিয়ম করে দায়ীত্ব পালন করেন এবং তিন বিষয়ের সম্মানিভাতা একাই গ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরুস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী জেলা সমবায় কার্যালয়ে কর্মচারীদের মধ্যে ২ জন ও জেলাধীন উপজেলা সমবায় উপজেলা সমবায় অফিসারদের মধ্যে থেকে একজনকে জাতীয় শুদ্ধাচার

চর্চার পুরস্কার প্রদানের বিধান থাকলেও তিনি এই বিধান অমান্য করেন। তিনি তিনজনের পরিবর্তে দুজনকে এই পুরুস্কার প্রদান করেন। জেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান ও অফিস সহায়ক শাহিন আহমেদকে এই পুরুস্কারে ভূষিত করেন। কোনো কর্মচারীর নুন্যতম ৮০ নং না পেলে এই পুরুস্কারের জন্য বিবেচিত হবেনা না। ৮০ নং না পাওয়ার খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তিন উপজেলার অফিসারদের এই পুরুস্কার থেকে বঞ্চিত করেছেন তিনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি বলেন, জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালা সমবায় সমিতি অনুমোদন নিতে কমপক্ষে ৫হাজার হতে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত উৎকোচ নেন। যার কাছে যেমন পান তেমন টাকা নেন। অর্থাৎ টাকা ছাড়া সেবা মেলেনা এ অফিসে।

গাংনীর কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি কামাল হোসেন জানান, জেলা সমবায় কর্মকর্তার দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট। আমাদের মাঝে মাঝে অফিসে প্রশিক্ষণের নামে ডাকে। সেখানে গেলে আমাদের কাছ থেকে ১শ, ২শ টাকা নিয়ে আমাদের নাস্তা দেই। অফিসে কি আমাদের জন্য নাস্তাও থাকেনা। প্রশ্ন করেন তিনি।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এঁর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ২২ উপলক্ষে সংগঠনটির আবেদন অনুযায়ী গাংনী উপজেলা কর্মকর্তা জেলা কর্মকর্তাকে আবেদনটি ফরোয়ার্ড করেন। জেলা কর্মকর্তা উপজেলা কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি অনুমোদন করে চিঠি পাঠান। অথচ, ফেমাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: নামের একটি সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন ২০২২ উপলক্ষে সমবায় অফিসের কারোর নাম উল্লেখ না করে ওই সংগঠনের তিন সদস্যের তালিকা দিয়ে আবেদন করেন। সদর উপজেলা কর্মকর্তা সেটি যাচাই বাছাই না করেই ফরোয়াডিং করেন জেলা কার্যালয়ে। জেলা অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা সেই কমিটি অনুমোদন করেন। উল্লেখ্য, ফেমাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিটি শিবির পরিচালিত একটি সংগঠণ। এতদ্বসত্তেও এই নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা কর্মকর্তাকে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে পাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

দুর্নীতি এবং অনিয়ম প্রসঙ্গে জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাস চন্দ্র বালা তেমন কোনো সদ্দুত্তর দিতে পারেননি। কিছু অনিয়ম হতে পারে বলে তিনি স্বীকার করেন। ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষতিয়ে দেখবেন বলে

সময় চান। তার কথাতে কিভাবে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করা যায় সে বিষয়টিই ফুটে ওঠে।

এ ব্যাপারে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের যুগ্ম নিবন্ধক মিজানুর রহমান বলেন, এসব তথ্য আমার জানা ছিলনা। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য পেলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে পুকুরের পানিতে ভেসে উঠলো লামিয়ার মরদেহ

বাড়ির পাশে পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানতা বসত পুকুরের পানিতে পড়ে লামিয়া খাতুন (৫) নামের এক শিশু মারা গেছে।
নিহত লামিয়া খাতুন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের হিন্দুপাড়া এলাকার লিখন মিয়ার মেয়ে।

আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে আলাই মীরের পুকুরে ডুবে মারা যায় লামিয়া খাতুন।

লামিয়ার বাবা লিখন মিয়া জানান, খেলতে খেলতে আমাদের অজান্তে বাড়ির বাইরে চলে গেছে। কখন সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তার মরদেহ ভাসতে দেখে আমাদের খবর দেন। শিশু লামিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পারিবারিকভাবে দাফনের প্রস্তুতি চলছে।

মেহেরপুরে ৮ জেলার ডাকাত সর্দার সহ ৬ ডাকাত গ্রেফতার

৮ টি জেলা ডাকাত দলের সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ। পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা

গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগ, সদর ও গাংনী থানা পুলিশ যৌথ এই অভিযান পরিচালনা করে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত ডাকাতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের হামিদ মালিথার ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৫), কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ডাঙ্গীপাড়া এলাকার আজিমুদ্দীনের ছেলে আলতাফ মন্ডল (৬০), কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বোয়ালদহ গ্রামের অক্ষর মন্ডলের ছেলে সোহেল হোসেন (৩৫), মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের মুকুল জোয়ার্দ্দারের ছেলে আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকন ওরফে প্রতীক (২৮), চুয়াডাঙ্গা জেলা আলমডাঙ্গা উপজেলার বড়বোয়ালীয়া গ্রামের আব্দুল মান্নান ওরফে মনা বাগের ছেলে সালাউদ্দীন (৪০), মেহেরপুর সদর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে তরিকুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার নদপাড়া গ্রামের তাছের বিশ্বাসের ছেলে শাহাজামাল (৩৪)। শাহাজামালের কাছে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত স্থানীয় একটি পত্রিকার পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

গ্রেফতারকৃত আলতাফ হোসেন মন্ডল আশে পাশের ৮ টি জেলায় ডাকাতির সর্দার বলে জানা গেছে। এছাড়া গ্রেফতারকৃতরা বাকি ৫ জন সবাই আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য।

সাংবাদিক পরিচয়ে সাহাজামালের নামে কুষ্টিয়া মিরপুর, রাজবাড়ি সদর ও কালুখালি, গাংনী থানাসহ বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ৬ টি মামলা রয়েছে।

ডাকাত দলের সর্দার আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে রাজবাড়ি সদর থানা, কালুখালি থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা ও গাংনী থানায় চুরি, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মোট ৬ টি মামালা রয়েছে।

আরিফুল ইসলাম ওরফে খোকনের নামে গাংনী থানা, মুজিবনগর থানায়, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, নারীনির্যাতনসহ ৬ টি মামলা রয়েছে।

আসামি সালাউদ্দীনের নামে ঝিনাইদহ সদর থানা, গাংনী থানা, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনসহ একাধিক অভিযোগে ৭ টি মামলা রয়েছে।

আঞ্চলিক সর্দারসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি মিনি ট্রাক যার নং কুষ্টিয়া ন-১১-০২৯৩), বিভিন্ন

মোবাইল কোম্পানীর ৬ টি মোবাইল ফোন, তিনটি রামদা, একটি গাছ কাটা করাত, নগদ ১০ হাজার টাকা, হাফ প্যান্ট, গামছা ও একটি সাংবাদিকের পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আজ রবিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফ করে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ সুপার রাফিউল আলম বলেন, গাংনী থানার গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে দেবিপুর-কল্যাণপুর মাঠে, ২৪ সেপ্টেম্বর দেবিপুর-করমদি মাঠে ও ১৩ অক্টোবর ছাতিয়ান-কামারখালি মাঠের মধ্যে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় পুলিশ অভিযান শুরু করে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে পুলিশ প্রথমে মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের তরিকুল ইসলামকে গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাকি ৫ জন আসামিকে শনিবার দিনভর আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৫ গ্রাম হেরোইন সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে পাঁচ গ্রাম হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মোনাখালী দক্ষিণ পাড়ার খেলার মাঠে মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু মাদক ব্যবসায়ী অবস্থান করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নির্দেশে, শনিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর থানার এসআই সুভাস কুমার

রায়, এস আই বিপ্লব কুমার হালদার, এএস আই মোঃ আব্দুল আলিম এবং এএসআই শিহাব উদ্দিনসহ সংগীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মৃত মোনাজাত আলীর ছেলে বুলবুল(৩৫) এবং দারিয়াপুর ইউনিয়নের বিদ্যাধরপুর গ্রামের কুঠিপাড়ার শুকুর আলীর ছেলে সাইফুল ইসলামকে (২৩) ৫ গ্রাম হেরোইন সহ হাতেনাতে আটক করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছে রবিবার তাদের নামে ৫/১১০ তাং১৬/১০/২২ধারা এবং ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৬ জন, সদর থানা পুলিশের অভিয়ানে ১ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতভর জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব গ্রেফতার করেন।

গ্রেফততারকৃতদের আসামিদের আজ রবিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এম এ খালেক মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত, সর্ব মহলের অভিনন্দন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক
মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০২২ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেককে শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে ভূষিত করেন।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভূপেষ রঞ্জন রায় স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানান।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ভূপেষ রঞ্জন রায় বলেন, মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে প্রাথমি ক শিক্ষা পদক-
২০২২ এ ভুষিত হয়েছেন ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

তিনি আরো জানান, আগামী ১৬ অক্টোবর খুলনা
বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাই প্রতিযোগিতাতেও অংশ গ্রহনের জন্য বিভাগী য় কমিশনার এর কার্যালয় (খুলনা) উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন তিনি।

এদিকে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন মহল তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেল নির্মাণ শ্রমিক

কোনো প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রেখেই চলছে মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ। আর এই নির্মাণ কাজ করতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন তুষার (২৬) নামের এক নির্মাণ শ্রমিক। আহত তুষার আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামের মকলেস আলীর ছেলে।

শনিবার সকালে কাজ করতে এসে মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি নতুন দ্বিতল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। ভবনের একেবারে কোল ঘেঁসে বয়ে গেছে পল্লী বিদ্যুতের ১১ হাজার ভোল্টেজ এর কয়েকটি বৈদ্যুতিক তার। সেখানে কোন প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা না রেখেই চলছিল ভবনের তৃতীয় তলার নির্মাণের কাজ।

ইমারত শ্রমিকরা তৃতীয় তলার ছাদে রড বাঁধায়ের কাজ করছিল। এ সময় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত স্টিল টেপ (ফিতা) দিয়ে মাপজোকের সময় অসাবধানতা বসতঃ টেপটি তারের উপর পড়লে তুষার বিদ্যুতায়িত হয়ে দ্বিতীয় তলার সিঁড়ি ঘরে ছিটকে পড়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও তার বাম পায়ের কিছু অংশ পুড়ে যায় এবং মাথা ফেটে যায়। সেখানে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ঘটনাস্হলে রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাউকে দেখা যায় নি। নৈশকালীন পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত কাজী কচি বলেন, ঘটনার সময় আমি ছিলাম না, তবে পরে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের কথা শুনলাম।

তুষারের সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাজারের চিকিৎসকের কাছে নিলে তার অবস্থা বেগতিক দেখে চিকিৎসক হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে দমকল কর্মীরা তাকে নিয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বারাদীতে কর্মরত লাইন টেকনিশিয়ান

ওলিয়ার রহমান বলেন, দুর্ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্হলে গিয়েছি। তবে তাদের কাজের নিরাপত্তার সুবিধার্থে তারা আমাদের জানাতে পারতো । জানালে হয়তো কাজের সময় ঐদিকের বিদ্যুৎ সংযোগ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা যেত।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই মফিজুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শনিবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আব্দুস সালাম, স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী গোলাম রসুল। এসময় বিভিন্ন ওয়ার্ডের সধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যরা।

নির্বাচনের প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচন নিয়ে নানা ধরণের সংকার কথা তুলে ধরেন। নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের আশ্বাসন প্রদান করেন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হুদা,জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ আবু আনছার।

মতবিনিময় সভায় জেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ

আর মাত্র ১ দিন পর মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ইভিএম বিষয়ে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার বিকালে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষ হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

জেলা পরিষদ নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারি রিটার্নিং অফিসার ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আবু আনছার প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২ দিনের এই প্রশিক্ষণে ২৪ প্রস্তাবিত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ইভিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।